শিশু ইস্তাহার

শিশুদের ভোটাধিকার নেই। কোনও নির্বাচনেই তাই শিশুদের অধিকার , শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনায় উঠে আসে না। নির্বাচনে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি দলের প্রচারে তাদের দলীয় ইস্তাহারে, বক্তব্যে, পথসভায়, নানা সমস্যার কথা ও ক্ষমতায় আসলে তা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। তাঁদের এই প্রচারে মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশু ও তাদের সমস্যা কখনই রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে না। অথচ এই শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক।

৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন হলেও এ রাজ্যের বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের আঙিনার বাইরে । শিশু নির্যাতনের ঘটনা আমরা প্রতিদিন ই দেখতে পাই বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৫২টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের যৌন হেনস্থার শিকার হয় গড়ে অন্তত ১২০০ থেকে ১৫০০ জন।

বিগত বছরে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ৯ টি জেলার ৬০ টি ব্লকের অন্তর্গত ১২৯ টি গ্রামে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচারের সময় ১২১০ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। এবছরও অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি। এবছরও গ্রামস্তরে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির সময় জেলায় জেলায় বহু বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এবছর রাজ্যের ১০ টি জেলায় ২০৬ টি গ্রামে ৮৯২ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা নানাভাবে বলা হলেও বাস্তব অবস্থা কী তা সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রথমের ASER,2012 রিপোর্ট থেকেই বোঝা যাবে। এ রাজ্যের ১৬.৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। ১১.২ শতাংশ বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা থাকলেও জল নেই। কোনও রকমের শৌচাগারের ব্যবস্থাই নেই ৬.৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে। শৌচাগার থাকলেও ব্যবহার যোগ্য নয় ৩৪.৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে। ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার নেই ৩৩.৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে। খেলার মাঠ আছে কেবলমাত্র ৫৪.৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে।

শিক্ষার গুণমানের দিক থেকে বিচার করলে অবস্থা বড়ই করুণ। এ রাজ্যের তৃতীয় শ্রেণির ১১.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী অক্ষরও চিনতে পারে না। আমাদের রাজ্যের ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের

মধ্যে ৭৩ শতাংশই প্রাইভেট টিউশন নির্ভর। সর্বশিক্ষা অভিযানের পরিস্থিতি বিচার করে পঞ্চদশ যৌথ সমীক্ষা দল তাঁদের প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ৯৭৬৯০ টি নিয়মিত শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

সংবাদপত্রের পাতায় শিশু নির্যাতনের ঘটনা নিয়মিত প্রকাশ হয়েই চলেছে । পরিবার থেকে বিদ্যালয় সর্বত্রই শিশু নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে । এমন কী শিশু ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটছে । হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেই চলেছে । আর্থিক কারণে বহু শিশু শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে । যুক্ত হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে । বহু শিশু কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে । যেখানে কোনও নিরাপত্তা নেই। সেখানে গিয়ে অনেক সময় তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে । শিশু পাচারের বহু ঘটনা ঘটছে। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প ঠিক মতো কার্যকর করা হচ্ছে না । প্রধানমন্ত্রী যে অপুষ্টিকে জাতীয় লজ্জা বলে অভিহিত করেছেন, সেই অপুষ্টিতেও আমাদের রাজ্য প্রথম সারিতেই রয়েছে । আমাদের রাজ্যে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ তৈরি হলেও এখনো কার্জকর নয়। এক কথায় রাজ্যের শিশু সুরক্ষার বিষয়টি অবহেলিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিশু অধিকার সুরক্ষায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সকল নির্বাচন প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের কাছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমাদের দাবি তুলে ধরতে চাই।

আমাদের দাবি গুলি নিম্নরূপঃ-

- গ্রাম সংসদে ও গ্রামসভার আলোচনায় শিশু শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব শ্রেণিকক্ষ, বসার সুব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচাগার, খেলার মাঠ, লাইব্রেরী ইত্যাদি থাকবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পর্জাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক থাকবে।
- শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ, বসার সুব্যবস্থা, খেলার মাঠ, শিক্ষণ সামগ্রী ও খেলাধূলার সরঞ্জাম, লাইব্রেরী, প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।
- প্রতিটি গ্রাম সংসদে শিশু সংসদ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ও শিশুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হোক।

- সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম সংসদ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে শিশু সুরক্ষা কমিটি তৈরি করতে হবে।
- শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন করতে হবে ও বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- গ্রামের বিদ্যালয় গুলিতে শিশুদের জন্য মিড ডে মিলের পুষ্টি গুণ বজায় রাখতে হবে ।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে তাদের উপযোগী র্যাতম্প ও অন্যান্য পরিকাঠমোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করতে ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, স্থানান্তরিত শিশু, শিশু শ্রমিকদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় আনার জন্য গ্রামের শিশুদের তালিকা (চাইল্ড রেজিস্টার) প্রস্তুত করতে হবে।
- অপুষ্টি রোধ করতে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প কে ভিত্তি করে গ্রামের প্রতিটি শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিশু মৃত্যু রোধ করতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে পর্জাপ্ত ওষুধ, ডাক্তার, নার্স ও জরুরী বিভাগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিত্যক্ত ও অনাথ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । হোমগুলিতে শিশুবান্ধব পরিবেশ রাখতে হবে এবং হোমগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন শিশুবান্ধব হোম তৈরি করতে হবে।
- প্রত্যেক থানায় জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট তৈরি করা হোক।

ধন্যবাদান্তে।

দীপালি নন্দী

রাজ্য আহ্বায়ক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক

তারিখঃ ২৭শে মে, ২০১৩

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষে রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্যোতি প্রেস হইতে মুদ্রিত।